বড়পর্দায় তিতিক্ষা

এ বছর পুজোয় উইন্ডোজ আবার ফিরছে 'বহুরূপী'কে সঙ্গে নিয়ে। এবার গল্পের পরিসর আরও চমকপ্রদ। আসছে 'বহুরূপী: দ্য গোল্ডেন ডাকু'। ছবিতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ভিড় চোখে পড়ার মতো। সেই তালিকাতেই যুক্ত হলেন তিতিক্ষা দাস। ছোটপর্দা থেকে ওয়েব সিরিজের পরিচিত মুখ তিতিক্ষা এবার নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে।

আজকাল টেলিভিশন-কে তিতিক্ষা বলেন, ''বড়পর্দায় কাজ করা সব সময়ে আলাদা অভিজ্ঞতা। যাঁদের হাত ধরে বড়পর্দায় কাজ করছি, নন্দিতাদি ও শিবপ্রসাদদা আর উইন্ডোজ প্রোডাকশন, সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার। যেদিন শিবুদা আমায় জানান, আমি এই প্রোজেক্টের অংশ, সেদিন থেকেই আমার সঙ্গে পরিচালক কিংবা প্রযোজকের মতো ব্যবহার করেননি। এমনভাবে আমার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন, যাতে আমার কাজটা আরও সহজ হয়। বুঝতেই দেননি এটা আমার প্রথম বড়পর্দায় কাজ। আশা করব, আরও অনেক কাজ হবে উইন্ডোজের সঙ্গে।'' তিতিক্ষাকে আগে রাহুল মুখার্জির ছবি 'মন মানে না'তে ক্যামিও চরিত্রে দেখা গিয়েছিল। তবে এটাই অভিনেত্রীর প্রথম বড়পর্দায় কাজ। দর্শক তাঁকে শেষ দেখেছিলেন স্টার জলসার ধারাবাহিক 'দুই শালিক'-এ। দুই যমজ বোনের গল্প নিয়ে এগিয়েছিল এই মেগা।

■ তিতিক্ষা দাস

হিন্দি সিরিজে রিজওয়ান

ছোটপর্দা থেকে বড়পর্দায় শুধু পরিচিত নয়, অন্যতম জনপ্রিয় মুখ অভিনেতা রিজওয়ান রব্বানি শেখ। বহু বছর ধরে চুটিয়ে অভিনয় করছেন তিনি। ঝুলিতে রয়েছে একাধিক মেগা। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি বসেছেন ক্যামেরার পিছনেও। এর আগে পরিচালনা করেছেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'কালী কথা কলিকাতা'। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিতও হয়েছে সেই ছবি। তাতে মুখ্যভূমিকায় দেখা গিয়েছে রিজওয়ানকেই। বিপরীতে আলেকজান্দ্রা টেলর। এবার অভিনেতাকে দেখা যেতে চলেছে হিন্দি ওয়েব সিরিজে।

জানা যাচ্ছে, ওই সিরিজে একজন প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর চরিত্রে দেখা যাবে রিজওয়ানকে। বিপরীতে হিন্দি টেলিভিশনের পরিচিত মুখ কৌশিকী। পরিচালক হুমায়ুনের তত্ত্বাবধানে ইতিমধ্যেই শুটিং শেষ হয়েছে এই সিরিজের। প্রেম-নাটকীয়তার মিশেলে জমবে গল্প। এই প্রথম হিন্দি ওয়েব সিরিজে নায়কের চরিত্রে দেখা যেতে চলেছে অভিনেতাকে। এখনও পর্যন্ত সিরিজের নাম চূড়ান্ত হয়নি। তবে, জনপ্রিয় এক ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে এটি।

খবর, মুম্বইয়েই চলেছে সিরিজের শুটিং। তাই বেশ কিছুদিন ধরে টিনসেল টাউনেই ছিলেন রিজওয়ান। সম্প্রতি, ভোট দিতে কলকাতায় ফিরেছিলেন তিনি। অভিনেতার হাতে রয়েছে আরও কয়েকটি সিরিজ।

■ রিজওয়ান রব্বানি শেখ

রে টিং সে টিং

টিআরপিতে বিরাট চমক

ভোটের আবহে গত সপ্তাহে বেশ খানিকটা নম্বর কমেছিল প্রায় সব ধারাবাহিকেরই। চলতি সপ্তাহেও যে খুব বেশি বেড়েছে নম্বরের অনুপাত, তা কিন্তু নয়। তবে আরও একবার সবাইকে টেক্কা দিয়ে প্রথম স্থান দখল করেছে জি বাংলার 'তারে ধরি ধরি মনে করি'। ৫.১ পেয়ে প্রথম স্থানে রয়েছে এই ধারাবাহিক। এখন পূর্বজন্মের প্রতিশোধ নিতে তৎপর কুন্তলিনী। গোরা ও দিতি কীভাবে বাঁচাবে নিজেদের? সেটাই দেখতে এখন উৎসাহিত দর্শক মহল। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্টার জলসার 'ও মোর দরদিয়া'। এখন বাণীর পরিচয় খোঁজার লড়াইয়ে জমে উঠেছে প্রতিটা পর্ব। চলতি সপ্তাহে এই ধারাবাহিকের নম্বর ৪.২। নম্বর কমেছে 'পরিণীতা'র। এবার ৪.৫ পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে পারুল ও রায়ানের গল্প। কিছুদিন আগেই পারুলকে ভালবাসার কথা স্বীকার করেছিল রায়ান। কিন্তু এর মধ্যেই মনোবল ভেঙে পারুলকে আবার ভুল বুঝতে শুরু করেছে সে। তাই দু'জনের সম্পর্কের টানাপোড়েনে পর্বগুলো জমে উঠেছে। চতুর্থ স্থানে ৪.৪ নম্বরে রয়েছে জি বাংলার 'কুসুম'। এই মেগা এখন কুসুম ও আয়ুষ্মানের প্রেমের পরিণতি নিয়ে এগোচ্ছে। পঞ্চম স্থানে চমক দিয়েছে নতুন ধারাবাহিক 'ঘূর্ণি'। ৪.২ নম্বরে শুরুতেই দর্শকের ভালবাসা পেয়েছে এই ধারাবাহিক। ষষ্ঠ স্থানে নেমে এসেছে এক সময়ের 'বাংলা সেরা' ধারাবাহিক 'পরশুরাম'। ৪.১ পেয়ে যৌথভাবে এই স্থানে রয়েছে 'জোয়ার ভাঁটা'ও। তবে 'জোয়ার ভাঁটা'য় আসতে চলেছে বিরাট চমক। এবার ঋষির হাতে খুন হবে উজির দিদি নিশা! কী হতে চলেছে? উত্তরের অপেক্ষায় দর্শক। সপ্তমেও রয়েছে জোড়া ধারাবাহিক। 'প্রোফেসার বিদ্যা ব্যানার্জি' ও 'গঙ্গা' যৌথভাবে পেয়েছে ৩.৮। ৩.৭ নম্বর নিয়ে অষ্টমে আছে 'কমলা নিবাস' ও 'লক্ষ্মী ঝাঁপি'র প্রথম ১৫ মিনিট। নবমে একসঙ্গে রয়েছে তিনটে ধারাবাহিক। ৩.৫ নম্বরে এই স্থানে রয়েছে নতুন ধারাবাহিক 'প্রতিজ্ঞা', 'সংসারের সংকীর্তন' ও 'কনে দেখা আলো'। দশমে ২.৭ নম্বরে রয়েছে 'কম্পাস' ও 'লক্ষ্মী ঝাঁপি'।

ইতিহাসে-বর্তমানে তন্ত্রের জগাখিচুড়ি

জনপ্রিয় গল্প ফের হাজির পর্দায়। কেমন হল 'রক্তফলক'? সিরিজ দেখে লিখছেন পরমা দাশগুপ্ত

তন্ত্রের নেশায় মজে গেলেন নাকি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়? 'নিকষছায়া', 'পর্ণশবরীর শাপ', পেরিয়ে ফের তাঁর পরিচালনায় হইচইয়ের পর্দায় হাজির হল নতুন ওয়েব সিরিজ। ইতিহাস ও তন্ত্রের যুগলবন্দিতে মূল জনপ্রিয় গল্পটির লেখক অভীক সরকার। এর আগে 'ভোগ' সিরিজটিও হয়েছিল তাঁরই লেখা গল্প অবলম্বনে।

সাহিত্য ও পর্দার এমন মিলমিশ যুগ যুগ ধরেই দেখতে অভ্যস্ত বাংলার দর্শক। ক্লাসিক সাহিত্য থেকে সমসাময়িক লেখকদের কাহিনি, সবই বিভিন্ন সময়ে জায়গা করে নিয়েছে ছবি, ধারাবাহিকে কিংবা হালফিলের ওয়েব সিরিজেও। পরিচালক পরমব্রত কিংবা চিত্রনাট্যকার শান্তনু মিত্র নিয়োগী বেশ খানিকটাই সরে এসেছেন মূল গল্প থেকে। অভীক সরকারের এই গল্পটি কিংবা তার অডিও স্টোরি পাঠক কিংবা শ্রোতামহলে ভীষণ জনপ্রিয়। ফলে সিরিজের ঘোষণা হতেই প্রত্যাশার পারদ চড়েছিল অনেকখানি। বিশেষত, গল্পের মূল চরিত্র, তন্ত্রসাধক আগমবাগীশের ভূমিকায় শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়কে দেখতে মুখিয়ে ছিলেন দর্শকেরা। অনেকেই মূল গল্প থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব পথে গল্পের এগিয়ে চলা মেনে নিতে পারেননি। আবার অনেকের বক্তব্য, গল্প নিজের মতো করলেও তার বুনোট কিংবা প্লট কোনওটাই পছন্দসই হয়ে উঠতে পারেননি। কিছুটা মূল গল্পের পথ ধরে চলা, বাকিটা নিজের মতো এগোনো এই সিরিজের শুরুতেই দেখা যায়, বালুরঘাটের দত্তগুপ্ত পরিবারের এক সদস্য (সঞ্জীব সরকার) মালদহের এক জঙ্গলে ঘেরা জায়গায় জমি দেখতে গিয়ে এক ভুতুড়ে ঘটনার শিকার হন। আচমকা এসে তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন তন্ত্রসাধক আগমবাগীশ (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়)। ইতিমধ্যে দত্তগুপ্ত পরিবারেও বিপদ ঘনিয়ে এসেছিল। পরিচারিকার ভুলে বৌদ্ধতন্ত্রের এক অদ্ভুতদর্শন দেবীমূর্তির ফলক ঠাঁই পায় বাড়ির ঠাকুরঘরে। তারপর থেকেই বাড়ির সদস্যদের দেখা দিতে থাকে রক্তমাখা প্রেতিনীমূর্তিরা। এবারেও আচমকা বাড়িতে এসে হাজির আগমবাগীশ। ভীতসন্ত্রস্ত পরিবার পরিত্রাণের আশায় তাঁর সাহায্য চায়। এসবের মাঝখানেই ফেসবুকে আলাপ হওয়া বন্ধু, আইটি সেক্টরের কর্মী স্যমন্তক হালদারের (অর্জুন চক্রবর্তী) প্রেমের জালে পা দিয়ে বাড়ি থেকে পালায় দত্তগুপ্তদের যৌথ পরিবারের কিশোরী কন্যা তিতলি (মোহনা মাইতি)। দিদির সঙ্গী হয় তার দুই তুতো বোনও। এদিকে সমান্তরালে আরও দুইটি টাইমলাইন দেখতে থাকেন দর্শক। একটিতে হাজার বছর আগে সোমপুর মহাবিহারে সিদ্ধিলাভের আশায় তিন কিশোরী কন্যাকে বলি দেয় বজ্রকেতু (অর্জুন)। বৌদ্ধবিহারে এমন ভয়াবহ অপরাধের শাস্তিবিধানে তাকে অভিশাপ দেন মহাস্থবির রত্নাকর শান্তি (রজত গাঙ্গুলি)। অন্য টাইমলাইনটিতে দর্শকের সঙ্গে পরিচয় হয় মানসিক বিকারগ্রস্ত এক সদ্য তরুণ টেনিয়া ও তার মায়ের (কণীনিকা ব্যানার্জি)। নিত্য অপরাধে জড়িয়ে পড়া টেনিয়া বাড়িছাড়া হয়। আত্মঘাতী হয় তার মা। তিনটি টাইমলাইনের তিন ঘটনাস্রোত বা চরিত্ররা কীভাবে জড়িয়ে আছে একে অপরের সঙ্গে? আগমবাগীশ কি পারবেন দত্তগুপ্ত পরিবারের বিপদ কাটিয়ে দিতে? কী অপেক্ষা করছে তিতলি ও তার বোনেদের জন্য? আগমবাগীশ কি তাদের সুস্থশরীরে ঘরে ফেরাতে পারবেন? এ সব নিয়েই এগিয়েছে সিরিজের গল্প। অভিনয় এ সিরিজের সম্পদ। আগমবাগীশ হিসেবে শাশ্বত যথারীতি দুরন্ত। স্যমন্তক ও বজ্রকেতুর চরিত্রকে কখনও ঝকঝকে স্মার্টনেস, কখনও জেদী প্রেমিক, কখনও বা নিষ্ঠুর হিংস্রতার নানা রকম অনুভূতিতে জীবন্ত করে তুলেছেন অর্জুন। সদ্য প্রেমে উথালপাথাল, কাউকে পরোয়া করতে না চাওয়া তিতলিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন মোহনাও। কিন্তু কণীনিকা বা রজতের মতো এমন বলিষ্ঠ দুই অভিনেতাকে স্রেফ দু-তিনটে দৃশ্যের জন্য ভাবা হল কেন কে জানে! এত সংক্ষিপ্ত পরিসরে চোখ টানাটুকু ছাড়া আর কিছু করার ছিলনা দু'জনেরই। চিত্রনাট্যকার কিংবা পরিচালক চেয়েছিলেন ইতিহাস আর বর্তমানকে এক সুতোয় গাঁথতে। তাই তন্ত্রের সঙ্গেই এই গল্পে জায়গা করে নিয়েছে বাস্তব জগতের দিনযাপন কিংবা নারীপাচারের মতো অপরাধও। তার নেপথ্যে অবশ্যই পরমব্রত ও শান্তনুর মুন্সীয়ানা। সব কিছুর মিলমিশে গল্পের স্বাদ বাড়তেই পারত অনেকখানি। প্রথম দিকে কিছুটা ঢিমেতালে হলেও আকর্ষণ তৈরি করছিল শুরুর দিকের পর্বগুলো। কিন্তু সিরিজ যত এগোল, সবটা যেন কেমন জগাখিচুড়ি হয়ে গেল। তিনটে টাইমলাইন জুড়ে গল্প বুনতে গিয়ে কোথাও কোথাও যেন একটু দিশাহারা ঠেকল। যেমন সিরিজের মাঝামাঝি থেকে গল্পের গতি বাড়ল ঠিকই, কিন্তু বিশেষত অর্জুনের চরিত্রগুলোর নেপথ্যকাহিনির নিরিখে তার জার্নিটা বড্ড খাপছাড়া হয়ে থাকল। আগমবাগীশও যখনতখন মুঠো মুঠো সর্ষে ছড়িয়ে, ইতিহাসের গল্প বলে হুড়মুড় করে ক্লাইম্যাক্সের দিকে এগিয়ে গেলেন। আর তিতলির মতো স্মার্ট জেন জি কন্যে স্রেফ ফেসবুকের আলাপ আর ফোনে কথাবার্তার ভরসায় বিয়ে করবে বলে বালুরঘাট থেকে কলকাতা রওনা দিল কিংবা দুই বোনকেও সঙ্গে নিল কেন, সেই অঙ্কও মেলানো কঠিন। এছাড়া, নয়ের দশকের হিন্দি ছবির ধাঁচে তিন রক্তমাখা পেত্নীও স্রেফ তিনটি দৃশ্যে ছাড়া গল্পে নেই কেন, বৌদ্ধদেবী হেরুককে এভাবে জাগিয়ে তোলা ছাড়া উপায় ছিল কিনা, শেষবেলার নৃশংস অপরাধে কারও কোনও সাজা হল না কেন— সে প্রশ্নগুলো বরং থাক। তবে হ্যাঁ, বলিষ্ঠ অভিনয়ের হাত ধরে কিছুটা হলেও উতরে যায় সিরিজ। মূল গল্প যদি আপনার পড়া না থাকে কিংবা তার থেকে সরে এসে নতুন পথে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় আপত্তি না থাকে, তবে যুক্তি-তর্ক দূরে সরিয়ে রেখে 'রক্তফলক' দেখতেই পারেন। ভাল লাগতেই পারে।

ওয়েব ওয়েভ

■ সিরিজ রক্তফলক-এর একটি দৃশ্য

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, পুরুলিয়া, শশধর গাঙ্গুলি রোড, রাজবাঁধপাড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২৩১০১
ই-মেল: CS8301@PNB,BANK.IN

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ **প্রতীকী দখল** নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে এই ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদের তফসিল

লট নং	শাখার নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকি স্থাবর সম্পত্তিগুলির বিবরণ এবং বন্ধকদাতা/ স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) নির্ধারিত তারিখে অনাদায়ী বকেয়া গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকা) খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়	সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিবরণ
১	শাখা: পুরুলিয়া (০১৯৮২০) ক) অ্যাকাউন্ট: মহামায়া হার্ডওয়্যার ঋণগ্রহীতা: ১. মেসার্স মহামায়া হার্ডওয়্যার প্রোপ্রাইটর: দীপালি মণ্ডল, স্বামী- বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল গ্রাম + পোঃঅঃ + থানা- চ্যাংদোনা, জেলা- পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১৩০, পশ্চিমবঙ্গ	রেজিস্টার্ড দলিল নং I-৪৯৭৮/১৯৯৮ অনুযায়ী জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৯৮, আর এস খতিয়ান নং ৩৩০, আর এস প্লট নং ২২৭৮, জমির পরিমাপ- ২.৫ ডেসিমেল, মৌজা- হুড়া, পোঃঅঃ- হুড়া, থানা- হুড়া, জেলা- পুরুলিয়া, সম্পত্তির স্বত্বধারক মিসেস দীপালি মণ্ডল, স্বামী- বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল, মেসার্স মহামায়া হার্ডওয়্যার-এর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে। এবং রেজিস্টার্ড দলিল নং I-৪৬৮৮/২০১১ অনুযায়ী জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৯১, আর এস খতিয়ান নং ৩৩০, আর এস প্লট নং ২২৭৮, জমির পরিমাপ- ০.৪৪ ডেসিমেল, মৌজা- হুড়া, পোঃঅঃ- হুড়া, থানা- হুড়া, জেলা- পুরুলিয়া, সম্পত্তির স্বত্বধারক মিসেস দীপালি মণ্ডল, স্বামী- বিকাশ চন্দ্র মণ্ডল, মেসার্স মহামায়া হার্ডওয়্যার-এর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে। [সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ১৭.০৯.২০২২ খ) ₹২০,০৫,৪৯৭.৭৬ (কুড়ি লক্ষ পাঁচ হাজার চারশো সাতানব্বই টাকা এবং ছিয়াত্তর পয়সা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো গ) ১৩.০২.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹১৮.০৩ লক্ষ খ) ₹১.৮০ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
২	শাখা: বেলিয়াতোড় ১. মেসার্স পিকেজি ট্রান্সপোর্ট প্রোপ্রাইটর: মিসেস কাকলি মুখোপাধ্যায়, স্বামী- কালীদাস মুখোপাধ্যায়, কলেজ পাড়া, পোঃঅঃ ও থানা- বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৩ ২. জামিনদার: মিঃ কালীদাস মুখোপাধ্যায়, কলেজ পাড়া, পোঃঅঃ ও থানা- বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৩ ৩. জামিনদার: মিঃ সুধাময় শীট, পিতা- মিঃ কন্দর্প নারায়ণ, বড়জোড়া, বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৩	২০১২ সালের স্বত্বদলিল নং ১৮৩৩ ও ২০১২ সালের স্বত্বদলিল নং ৩৯৫৬ অনুযায়ী নিম্নোক্ত জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ১৩০, এল আর খতিয়ান নং ১৪৮৯, বর্তমানে ২৪৭১, প্লট নং ৪৬৭, পরিমাপ- ৪১৮৩ বর্গফুট, বেলিয়াতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা ও পোঃঅঃ- বেলিয়াতোড়, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০৩, সম্পত্তির স্বত্বধারক মিসেস কাকলি মুখোপাধ্যায়, স্বামী- মিঃ কালীদাস মুখোপাধ্যায়, মেসার্স পিকেজি ট্রান্সপোর্ট-এর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ০৩.০৮.২০২৩ খ) ₹৪০,০৯,৫৬৬.০০ (চল্লিশ লক্ষ নয় হাজার পাঁচশো ছেষট্টি টাকা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো গ) ২২.১১.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৫৩.৩৪ লক্ষ খ) ₹৫.৩৩ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	শাখা: কোতুলপুর অ্যাকাউন্ট: মেসার্স রমা ঘোষ প্রোপ্রাইটর: রমা ঘোষ, স্বামী- মিঃ প্রভাকর ঘোষ, গ্রাম- দেওপাড়া কোয়ালপাড়া, থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৪১, পশ্চিমবঙ্গ জামিনদার: মিঃ প্রভাকর ঘোষ, গ্রাম- দেওপাড়া কোয়ালপাড়া, থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২১৪১, পশ্চিমবঙ্গ	১৩.০৬.২০০২ তারিখের দলিল নং ১৬৩৭/২০০২ অনুযায়ী আবাসবাড়ি তথা গোডাউনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- পালপুষ্করিণী, জে এল নং ১০০, এল আর খতিয়ান নং ৩২৬, এল আর প্লট/ দাগ নং ১৯৩, থানা- কোতুলপুর, জমিটি বাস্তু শ্রেণিভুক্ত হিসেবে নথিভুক্ত, বন্ধক প্রদত্ত জমির পরিমাপ ৫.০০ ডেসিমেল। সম্পত্তির স্বত্বধারক মিসেস রমা ঘোষ, স্বামী- প্রভাকর ঘোষ। এই জমির ওপর একটি জি+২ তলা বাড়ি নির্মিত। নির্মাণের পরিমাপ (১৩৭১.২৮ বর্গফুট + ১৪৯৪ বর্গফুট + ৮৪৯.৬৪ বর্গফুট)। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর- শ্রী রঞ্জন অধিকারীর জমি; দক্ষিণ- শ্রী বলরাম ঘোষের জমি; পূর্ব- শ্রী রামকৃষ্ণ সাঁতরার জমি; পশ্চিম- কোতুলপুর জয়রামবাটি রোড। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ২৮.০৫.২০২৫ খ) ₹১,৩৬,২৪,২০৭.০২ (এক কোটি ছত্রিশ লক্ষ চব্বিশ হাজার দুশো সাত টাকা এবং দুই পয়সা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো গ) ১৪.০৮.২০২৫ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৫৪.৯৪ লক্ষ খ) ₹৫.৪৯ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৪	শাখা: বাঁকুড়া শাখা ১) মেসার্স নিউ জয়গুরু কৃষি ভাণ্ডার প্রোপ্রাইটর: কল্যাণ কুমার ঘর ঠিকানা: সোনামুখী, বৃদ্ধ শিবতলা, পোঃঅঃ- সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৭, পশ্চিমবঙ্গ ২) মিঃ কল্যাণ কুমার ঘর, পিতা- মিঃ অঞ্জন কুমার ঘর ঠিকানা: সোনামুখী, বৃদ্ধ শিবতলা, পোঃঅঃ- সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৭, পশ্চিমবঙ্গ ৩) মিঃ বাচ্চু ঘর, পিতা- অঞ্জন কুমার ঘর, মেসার্স নিউ জয়গুরু কৃষি ভাণ্ডারের জামিনদার ঠিকানা: সোনামুখী, বৃদ্ধ শিবতলা, পোঃঅঃ- সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৭, পশ্চিমবঙ্গ	২০০৭ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ৮৮৯ অনুযায়ী জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা- সোনামুখী, জে এল নং ৮৫, সি এস/ এল আর প্লট নং ৫০, এল আর খতিয়ান নং ৬৪৮১, সোনামুখী পুরসভার এলাকাধীন, ওয়ার্ড নং ৫, জমির পরিমাপ ৩.৯৫ ডেসিমেল বা ১৭২৩.৬২ বর্গফুট, পোঃঅঃ- সোনামুখী, পিন-৭২২২০৭, থানা- সোনামুখী, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সম্পত্তির স্বত্বধারক মিঃ কল্যাণ কুমার ঘর, পিতা- মিঃ অঞ্জন কুমার ঘর। চৌহদ্দি: উত্তর- মালিকের জমি; দক্ষিণ- বাচ্চু ঘরের বাড়ি; পূর্ব- পুকুর; পশ্চিম- পানাগড় রোড। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ১০.০৭.২০১৫ খ) ₹১,২৩,০৯,২২৩.০১ (এক কোটি তেইশ লক্ষ নয় হাজার দুশো তেইশ টাকা এবং এক পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ২২.০৩.২০১৬ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২০.৩১ লক্ষ খ) ₹২.০৩ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৫	শাখা: বাঁকুড়া ১) মেসার্স মা তারা ট্রেডিং কোং প্রোপ্রাইটর: মিঃ সন্দীপ নন্দী ঠিকানা: প্রযত্নে- মিঃ ব্রজ কিশোর নন্দী, গ্রাম- গোপালপুর, পোঃঅঃ ও থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪১ ২) মিঃ সন্দীপ নন্দী, পিতা- মিঃ ব্রজ কিশোর নন্দী, গ্রাম- গোপালপুর, পোঃঅঃ ও থানা- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪১	২০১০ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ১৭৪০ অনুযায়ী জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: জে এল নং ৩৪, প্লট/দাগ নং ১০০০, এল আর খতিয়ান নং ১১৫৮, মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জমির পরিমাপ ০.১০ একর, গ্রাম- গোপালপুর, পোঃঅঃ- কোতুলপুর, থানা- কোতুলপুর, গ্রাম পঞ্চায়েত- কোতুলপুর, জেলা- বাঁকুড়া, সম্পত্তির স্বত্বধারক মিঃ সন্দীপ নন্দী, পিতা- মিঃ ব্রজ কিশোর নন্দী, মেসার্স মা তারা ট্রেডিং কোং-এর অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে। চৌহদ্দি: উত্তর- চিত্তরঞ্জন দে ও অন্যদের ফাঁকা জমি; দক্ষিণ- মালিকের নিজস্ব ফাঁকা জমি, তার পরে স্বপন নন্দী ও অন্যদের ফাঁকা জমি; পূর্ব- কৃষ্ণপদ রানা ও অন্যদের ফাঁকা জমি; পশ্চিম- পঞ্চায়েতি মোরাম রাস্তা, তারপরে খাল এবং অন্যের ফাঁকা কৃষিজমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ১৪.০৩.২০২৩ খ) ₹৩৫,০৪,১৩১.৮৩ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চার হাজার একশো একত্রিশ টাকা এবং তিরাশি পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ০২.০৮.২০২৩ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹৫০.৫১ লক্ষ খ) ₹৫.০৫ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই
৬	শাখা: বাঁকুড়া ১) মেসার্স শ্রী শঙ্কর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রোপ্রাইটর: মুকেশ কুমার আগরওয়াল ঠিকানা: স্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১২২ ২) মিঃ মুকেশ কুমার আগরওয়াল, পিতা- মিঃ বসন্ত কুমার আগরওয়ালা ঠিকানা: স্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭২২১২২	২০১৬ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ২৩৬৪ অনুযায়ী জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ওয়ার্ড নং ১৬, হোল্ডিং নং ৫৭/এ, মৌজা- যমুনাবাঁধ, জে এল নং ৯৭, এল আর প্লট নং ২৫৫, এল আর খতিয়ান নং ১৬৭ (দলিল অনুযায়ী), এল আর খতিয়ান নং ২৭২২ (কনভার্সন সার্টিফিকেট অনুযায়ী), বিষ্ণুপুর পুরসভার এলাকাধীন, জমির পরিমাপ ০.০৫ একর, পোঃঅঃ- বিষ্ণুপুর, থানা- বিষ্ণুপুর, জেলা- বাঁকুড়া, সম্পত্তির স্বত্বধারক মিঃ মুকেশ কুমার আগরওয়াল, পিতা- মিঃ বসন্ত কুমার আগরওয়ালা, মেসার্স শ্রী শঙ্কর অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে। চৌহদ্দি: উত্তর- রমেশ কুমার আগরওয়ালের সম্পত্তি; দক্ষিণ- বসন্ত কুমার আগরওয়ালের সম্পত্তি; পূর্ব- রাস্তা; পশ্চিম- রাস্তা। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের গঠনমূলক দখলে রয়েছে]	ক) ১৯.০১.২০২২ খ) ₹৩৫,৮৪,৩৪৭.৭০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার তিনশো সাতচল্লিশ টাকা এবং সত্তর পয়সা মাত্র), ৩১.০৩.২০২৬ অনুযায়ী, তৎসহ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ১১.০৫.২০২২ ঘ) প্রতীকী দখল	ক) ₹২৬.২৫ লক্ষ খ) ₹২.৬২ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	২৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে	ব্যাঙ্কের জানা নেই

ই-নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি:

১. এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে: এই নিলাম 'অনলাইন ই-নিলাম' পদ্ধতিতে https://www.baanknet.com পোর্টালে পরিচালিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি ব্যবহার করে https://www.baanknet.com পোর্টালে রেজিস্টার করেন। ডিজিলকারের মাধ্যমে ই-কেওয়াইসি'র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। ই-কেওয়াইসি হয়ে গেলে আগ্রহী বিডাররা/ক্রেতারা তাঁর/তাঁদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থাঙ্ক অনলাইন পেমেন্ট বা চালান মোডে স্থানান্তর করে দেবেন। ইএমডি জমা বন্ধের সময় ও তারিখের আগেই এই পোর্টালে ইএমডি অর্থাঙ্ক সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত (লিঙ্ক) করে দিতে হবে। এই রেজিস্ট্রেশন, কেওয়াইসি নথিসমূহ যাচাই এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর ও সম্পত্তির সঙ্গে ইএমডি অর্থাঙ্ক সংযুক্তির কাজগুলি নিলামের আগে ইএমডি জমা বন্ধের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের আগে যথেষ্ট সময় থাকতে করে রাখতে হবে।
৩. ওপরে উল্লেখ করা বায়না জমা (ইএমডি) বিডারের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে জমা দিয়ে সম্পত্তির সঙ্গে যুক্ত করা থাকতে হবে। ইএমডি জমা বন্ধের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের আগে প্রয়োজনীয় ইএমডি সংযুক্ত করেননি, এমন বিডারদের এই ই-নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। ইএমডি'র ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই-নিলামের প্ল্যাটফর্ম (https://baanknet.com) দেবে ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ, রেজিস্টার্ড অফিস: ১ নং ইউনিট, ৩ নং ফ্লোর, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই-৪০০০৩৭ (হেল্প ডেস্ক নম্বর: +৯১ ৮২৯১২ ২০২২০, ই-মেল আইডি: support.BAANKNET@psballiance.com)। ই-নিলাম সার্ভিস প্রোভাইডারের https://baanknet.com ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই-নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) https://www.baanknet.com; (২) www.pnbindia.bank.in।**
৬. ই-নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই-নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি BAANKNET পোর্টাল (https://www.baanknet.com) থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের ই-ওয়ালেটে যথেষ্ট অর্থাঙ্ক (ইএমডি-র সমান বা তার থেকে বেশি) জমা থাকতে হবে।
৮. ই-নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর ওপরে লেখা বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য ১০ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী ১০ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই-নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই-নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই-নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)-এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই-নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে এসএমএস/ ই-মেলের মাধ্যমে (আমাদের সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে প্রদত্ত ও রেজিস্টার করানো মোবাইল নম্বর/ ই-মেল আইডি'র মাধ্যমে) যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই-অকশন পোর্টাল https://www.baanknet.com-এ দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই-নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই-মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই-মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে 'The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)'-এর অনুকূলে '(স্থানের নাম)'-তে প্রদেয়মতে ট্রান্সফার/ এনইএফটি/ আরটিজিএস/ কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফ্টরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১-এর ১৯৪-১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. 'যেখানে যেমন আছে', 'যেভাবে আছে', 'যা কিছু আছে' ভিত্তিতে সম্পত্তি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. সফল ক্রেতাকে ভারত সরকার বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার বা অন্য কোনও আইনানুগ কর্তৃপক্ষের আইন মোতাবেক স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদির মতো কনভেয়্যান্স চার্জ/ফি বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো বিষয়গুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই-নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে।

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য এই ওয়েবসাইটগুলি দেখুন: https://www.baanknet.com, www.pnbindia.bank.in।

তারিখ: ০৮.০৫.২০২৬
স্থান: পুরুলিয়া

মিঃ মুকেশ কুমার (মোবাইল: +৯১ ৮৭৮ ৯২৩ ৬৭৭১)
অনুমোদিত আধিকারিক / পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, সুরক্ষিত ঋণদাতা

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি